শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র

১। নামঃ সংসদের নাম হবে **'শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ'**।

সদস্যঃ এ গঠনতন্ত্রের ধারা ৮ মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থী শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সদস্য। এই গঠনতন্ত্রে শিক্ষার্থী বলতে ছাত্র-ছাত্রী উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিভিত্তিক, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ক্রীড়া সংক্রান্ত সহযোগিতা বাড়ানো এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর আয়োজন করা।

গ) শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত নাগরিকরূপে গড়ে তোলা এবং তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের উন্মেষ ঘটানো।

ঘ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশের বাহিরের অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিভিত্তিক এবং ক্রীড়া সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সমুন্নত রাখা।

৩। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের কার্যকরী পর্ষদঃ

সভাপতিঃ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর পদাধিকার বলে এই সংসদের সভাপতি থাকবেন।

কোষাধ্যক্ষঃ সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে এই সংসদের কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবেন।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণঃ

সহ-সভাপতি	ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক (শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য)
সাধারণ সম্পাদক	স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক
সহ-সাধারণ সম্পাদক	শিক্ষা, গবেষণা ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক
ক্রীড়া সম্পাদক	তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
সহ-ক্রীড়া সম্পাদক	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক	পরিবহন সম্পাদক
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন সম্পাদক
মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক	আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক
ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক	সদস্যঃ পাঁচ জন (তাদের ক্রম প্রাপ্ত ভোট সংখ্যানুসারে হবে)
সমাজসেবা সম্পাদক	

08.10.2025

Scanned with CamScanner

৪। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের কার্যকরী পর্ষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সভাপতি:

ক) সংসদ এর সভাপতি সংসদ এবং অন্যান্য উপ-সংসদ (যদি কিছু থাকে) কর্তৃক আয়োজিত সমস্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ) তিনি আইন ও বিধি মোতাবেক সংসদ পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবেন এবং জরুরি অবস্থায় বা প্রয়োজনে সংসদের সুষ্ঠু কার্য নির্বাহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সংসদের অবর্তমানে তিনি কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সংসদের অর্থ ব্যয় করবেন।

গ) তিনি সমস্ত আইন ও বিধির ব্যাখ্যা দিবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সংসদের কার্যকরী পর্ষদের কোন সদস্য কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে বা কর্তব্য পালনে অসমর্থ হলে সভাপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারবেন। সংসদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে বৃহত্তর স্বার্থে সভাপতি সংসদের কার্যকরী পর্ষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন আহবান কিংবা সংসদ চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তাছাড়া সংসদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে নির্বাচিত সদস্যদের দায়িত্ব অর্পন করবেন।

কোষাধ্যক্ষ: সংসদ এর অর্থকোষের ভার থাকবে কোষাধ্যক্ষের উপর। তিনি সংসদের বাজেট প্রণয়ন ও সভাপতির অনুমোদনক্রমে অর্থ ব্যয় করবেন। এক্ষেত্রে তিনি সভাপতি/সংসদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। বাজেটে সংস্থান নেই এমন কোন ব্যয় যাতে না হয় তিনি তা দেখবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

সহ-সভাপতি: সহ-সভাপতি হবেন সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সংসদের সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সকল সভার সভাপতিত্ব করবেন।

সাধারণ সম্পাদক: তিনি সংসদের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংসদের সমস্ত সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে তিনি সংসদের সকল সভা আহবান করবেন এবং সংসদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করবেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক: সহ-সাধারণ সম্পাদক সাধারণভাবে সংসদ পরিচালনার জন্য সমস্ত বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

ক্রীড়া সম্পাদক: তিনি সংসদের অনুমোদনক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ও অন্যান্য আন্তঃবিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবেন।

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক: তিনি সাধারণতঃ ক্রীড়া সম্পাদককে সাহায্য করবেন এবং ক্রীড়া সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক: তিনি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত সাহিত্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং এতদসংক্রান্ত সভার আয়োজন করবেন। তিনি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত সাময়িকী, স্মরণিকা, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশনার তদারক করবেন।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক: তিনি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও জাতীয় দিবসসমূহ পালনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। উল্লেখ থাকে যে, জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষে সাহিত্য প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যদি থাকে তবে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদকবৃন্দ যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করবেন।

08.10.2015

Scanned with CamScanner

মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক: মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ন্যায় ঘটনাসমূহের মূল্যবোধসমূহ ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক, প্রদর্শনী এবং তৎসম্পর্কিত ডকুমেন্টারি ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন, গবেষণা ইত্যাদি আয়োজন করবেন। বাংলাদেশের জনগণের মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেগুলো প্রচার করবেন।

ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা, সেমিনার, দোয়া মাহফিলসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবেন।

সমাজসেবা সম্পাদক: তিনি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের আয়োজন করবেন। অসুস্থ শিক্ষার্থীর চিকিৎসা ও আর্থিক সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থীদের বিষয়ে সংসদ ও কর্তৃপক্ষকে সহযোগীতা করবেন।

ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক: ছাত্রীদের কমনরুমের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে। একই সাথে ছাত্রীদের সাধারণ সমস্যাসমূহ সংসদকে অবহিত করবেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক: বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও পরিবেশে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলাসহ স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সহযোগীতা করবেন।

শিক্ষা, গবেষণা ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক: তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠাগারে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ সেমিনারের আয়োজন করবেন। তাছাড়া তিনি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক: বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী কোনভাবে অনলাইনে হয়রানি কিংবা অপপ্রচারের শিকার হলে সম্পাদক তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে সহযোগিতা করবেন ও ছাত্র সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রচার ও প্রকাশে সহযোগিতা করবেন। প্রযুক্তি বিষয়ক সভা ও সেমিনার আয়োজনের জন্য সহযোগীর দায়িত্ব পালন করবেন।

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সরকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজনের দায়িত্ব পালন করবেন।

পরিবহন সম্পাদক: তিনি পরিবহন কমিটির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে বিভিন্ন অনুমোদিত রুটে চলাচলকারী শিক্ষার্থীদের পরিবহন সুষ্ঠুরূপে কাজ করছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করবেন এবং এই সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন সম্পাদক: তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিনের খাবারের মান উন্নয়ন, খাবারের সাথে মূল্যের সমন্বয় এবং এই সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাডেমিক কিংবা প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা অনুসারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করবেন।

সদস্য: সংসদ সভাপতি/সংসদ কর্তৃক আরোপিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

Scanned with CamScanner

৫। কার্যকরী পর্ষদের কর্মকর্তা নির্বাচন: সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া কার্যকরী পর্ষদের অন্যান্য কর্মকর্তা নির্বাচন বিধি অনুসারে সংসদের সাধারণ সদস্যদের (ভোটারদের) প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত হবেন।

৬। নির্বাচন বিধি:

ক) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি: নির্বাচনের লক্ষ্যে সংসদ সভাপতি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ও ঘোষণা করবেন। তিনি নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করবেন। উক্ত কমিটিতে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্যরা নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কর্তব্য, দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

১) উক্ত কমিটি সংসদ এর কার্যকরী পর্ষদের কর্মকর্তা নির্বাচনে সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে।

২) প্রধান নির্বাচন কমিশনার অন্যান্য কমিশনারদের সহযোগিতায় নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ প্রদান করবেন।

৩) নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত আচরণ বিধি নির্বাচন কমিশন প্রণয়ন করে সকল প্রার্থী ও সদস্যদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সুবিধা ও সরঞ্জামাদি যেমন- নির্বাচনের স্থান, নির্বাচনী বুথ, নির্বাচন সংক্রান্ত ফরম, সিল, ব্যালট পেপার ছাপানো, ব্যালট বাক্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন।

৫) প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন আগে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন।

৬) নির্বাচন কমিশন খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবেন।

৭) নির্বাচন কমিশন তফসিলে ঘোষিত তারিখ, সময় ও স্থান অনুযায়ী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই করবেন। তিনি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করবেন এবং এতদসংক্রান্ত আপত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত অভিমত দিবেন। কমিশন বিধিসম্মত না হওয়ার কারণে যেকোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে কমিশন তাঁর সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের উপরে লিখবেন এবং বাতিল করার কারণ বিজ্ঞাপিত করবেন। এ রকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংসদের সভাপতির কাছে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের এক দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে। সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। মনোনয়নপত্র বাছাইকালে প্রার্থী নিজে অথবা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৮) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরেই ভোট কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত এজেন্টদের সম্মুখে ভোট গণনার ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন। একই পদে একাধিক প্রার্থী সমান ভোট প্রাপ্ত হলে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। তবে সদস্য পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জনের সদস্য ক্রম লটারীর মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

৯) নির্বাচন সম্পর্কে যেকোন অভিযোগ ফলাফল প্রকাশের ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে সংসদের সভাপতির সমীপে পেশ করা যাবে। সভাপতি একটি আপীল কমিটির মাধ্যমে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১০) কোন প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ) মনোনয়নপত্র জমাদান, গ্রহণ ও প্রত্যাহার:

১) প্রার্থীকে তফসিল মোতাবেক নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ পূর্বক যথাযথ পূরণ করে জমা দিতে হবে।

২) কোন প্রার্থীই একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

৩) কোন প্রার্থী নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়সূচি মোতাবেক নির্বাচন কমিশনারের নিকটে লিখিত ও স্বাক্ষরিত দরখাস্ত দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ঘ) ভোটদান: সদস্যগণ তফসিল মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে ভোট প্রদান করবেন। ভোট প্রদানের সময় অবশ্যই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

08.10.2025

ঙ) নির্বাচনী প্রচারঃ ক্লাশ চলাকালীন সময়ে নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানসমূহের কোন দেয়ালে নির্বাচনী প্রচারপত্র লাগানো যাবে না বা লেখা ও প্রতিকৃতি অংকন-প্রভৃতির মাধ্যমে দেয়ালের সৌন্দর্য হানিকর করা বা বিকৃতি ঘটানো যাবে না। নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু থেকে সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এমন কিছু করা যাবে না যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট হয়। ভোট গ্রহণ আরম্ভ হওয়ার ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ করতে হবে।

৭। সংসদের সভাঃ

ক) সংসদ প্রতি দুমাসে অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হবে।

খ) সংসদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। মুলতবী সভার জন্য কোরাম দরকার হবে না।

গ) সংসদ সভার জন্য কমপক্ষে তিন দিন আগে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে জরুরি সভা ডাকা যাবে।

ঘ) সভাপতির অনুমোদন ছাড়া কোন সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে না এবং এমন কোন বিষয় আলোচনা করা যাবে না যা সভার অন্ততঃ ০১ (এক) দিন আগে সভাপতির গোচরে আনা হয়নি।

ঙ) সংসদের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত কোন সভা ডাকার অনুরোধপত্র পাওয়ার ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক তলবি সভা আহবান করবেন।

৮। প্রার্থী/ভোটার হওয়ার যোগ্যতাঃ

ক) স্নাতক (সম্মান)/ইঞ্জিনিয়ারিং/বিবিএ (৮ সেমিস্টার ব্যাপী): নিয়মিত শিক্ষাবর্ষ হতে ১২ সেমিস্টার পর্যন্ত।

খ) ইঞ্জিনিয়ারিং (১০ সেমিস্টার ব্যাপী): নিয়মিত শিক্ষাবর্ষ হতে ১৫ সেমিস্টার পর্যন্ত।

গ) মাস্টার্স (২ সেমিস্টার ব্যাপী): নিয়মিত শিক্ষাবর্ষ হতে ৪ সেমিস্টার পর্যন্ত।

ঘ) মাস্টার্স বাই মিক্স মোড (৩ সেমিস্টার ব্যাপী): নিয়মিত শিক্ষাবর্ষ হতে ৬ সেমিস্টার পর্যন্ত।

ঙ) মাস্টার্স বাই রিচার্স/এম ইঞ্জিনিয়ারিং (৪ সেমিস্টার ব্যাপী): নিয়মিত শিক্ষাবর্ষ হতে ৮ সেমিস্টার পর্যন্ত।

চ) কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনভাবে শাস্তি প্রাপ্ত হলে সেজন্য তার প্রার্থী/ ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অতিরিক্ত সেমিস্টার গণনা বা বিবেচনা করা যাবে না।

ছ) ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা আছে শুধুমাত্র তারাই ভোট দিতে পারবেন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

(উপরিউক্ত গ, ঘ এবং ঙ এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক (সম্মান) এবং সমমান ডিগ্রীধারীরাই ভোটার হওয়ার যোগ্য যারা স্নাতক (সম্মান)/ইঞ্জিনিয়ারিং/বিবিএ সম্পন্ন করে বিরতিহীনভাবে নিয়মিত স্নাতকোত্তর সেমিস্টারে ভর্তি হতে হবে)

৯। প্রার্থী/ভোটার হওয়ার অযোগ্যতাঃ

ক) স্নাতকোত্তর অধ্যয়নকালে কোন পেশায় নিয়োজিত থাকলে।

খ) সার্টিফিকেটস কোর্স/ডিপ্লোমা কোর্স/প্রফেসশনাল কোর্স/Ph.D কোর্স-এ অধ্যয়ণরত ছাত্র-ছাত্রী।

গ) স্নাতক (সম্মান)/ইঞ্জিনিয়ারিং/বিবিএ সম্পন্ন করে শিক্ষা বিরতি দিয়ে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে অধ্যয়ণরত ছাত্র-ছাত্রী।

ঘ) কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনভাবে শাস্তি প্রাপ্ত থাকাকালীন সময়ে।

ঙ) অধিভুক্ত কলেজ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীগণ।

১০। নির্বাচিত সদস্যদের মেয়াদকালঃ

ক) নির্বাচিত প্রতিনিধি তার সদস্যপদ কালীন সময়কাল দায়িত্বে থাকবেন।

খ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তিকালীন সময়ে তার সদস্যপদ স্থগিত থাকবে।

গ) কোন কারণে কোন সম্পাদকের পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট সহসম্পাদক দায়িত্ব পালন করবেন। যদি সহ-সম্পাদক না থাকেন সেক্ষেত্রে সংসদ সভাপতি কোন সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন। তেমনিভাবে কোন সহ-সম্পাদকের পদ শূন্য হলে সংসদ সভাপতি কোন সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন। যে কোন পরিস্থিতিতে বা অবস্থায় কোন পদ শূণ্য হলে সে পদের জন্য পুনঃনির্বাচন হবে না।

08.10.2025

Scanned with CamScanner

১১। সংসদের মেয়াদ: নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণের তারিখ হতে ১ (এক) বছর। তবে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হলে সংসদের পরামর্শে শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখার জন্য সভাপতি যেকোন সময় সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন। সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার সর্বোর্চ্চ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। এক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) দিন বলতে ক্লাস/পরীক্ষা চলাকালীন দিবসসমূহ গণ্য করা হবে।

১২। সংসদ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা: এই গঠনতন্ত্রের কোন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে সভাপতির ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৮/১০/২০২৫ ইং

জনাব আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী
ভাইস প্রেসিডেন্ট, জালালাবাদ এসোসিয়েসন, ঢাকা
ও
সদস্য, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চুড়ান্তকরণ কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম
প্রভোস্ট, সৈয়দ মুজতবা আলী হল
ও
সদস্য, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চুড়ান্তকরণ কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

08/10/25

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মস্তাবুর রহমান
সিইপি বিভাগ, শাবিপ্রবি
ও
সদস্য, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চুড়ান্তকরণ কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন
কোষাধ্যক্ষ, শাবিপ্রবি
ও
সদস্য, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চুড়ান্তকরণ কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

08.10.2025

অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শাবিপ্রবি
ও
আহবায়ক, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চুড়ান্তকরণ কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

Scanned with CamScanner

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
হল ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র

১। নাম: এই সংসদের নাম হবে **'হল ছাত্র সংসদ'**।

২। সদস্য: শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সংযুক্ত (আবাসিক/অনাবাসিক) সকল ছাত্র এই সংসদের সদস্য বলে গণ্য হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা হল থেকে কোন ছাত্রের ভর্তি বাতিল হলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

ক) হল এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা।

খ) ছাত্রদেরকে দেশের প্রকৃত নাগরিকরূপে গড়ে তোলা এবং সমাজের উন্নয়ন কল্পে তাদের মধ্যে আত্মবিকাশের উন্মেষ ঘটানো।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এবং বিভিন্ন হলের ছাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সহযোগীতা বাড়ানো এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর আয়োজন করা।

ঘ) হলের ক্রীড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর আয়োজন করা।

ঙ) হল প্রশাসন পরিচালনায় এবং হলে আইনশৃঙ্খলা বজায় রক্ষার্থে হল কতৃপক্ষকে সহায়তা করা।

চ) হলের ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্য নেতৃত্ব অর্জনে সাহায্য করা।

ছ) সামাজিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করার জন্য হলের ছাত্রদেরকে উৎসাহ প্রদান করা।

৪। হল সংসদের কার্যকরী পর্ষদ ঃ

এই সংসদের কার্যকরী পরিষদ নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হবে।

সভাপতি: হলের মাননীয় প্রভোষ্ট পদাধিকার বলে এই সংসদের সভাপতি থাকবেন।

কোষাধ্যক্ষ: সভাপতি হলের সহকারী প্রভোষ্টদের মধ্য থেকে একজনকে এই সংসদের কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবেন।

হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ:

সহ-সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
সহ-সাধারণ সম্পাদক	ক্রীড়া সম্পাদক
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	সমাজ সেবা সম্পাদক
সদস্য - ০৩ জন	

৫। হল সংসদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সভাপতি: তিনি কার্যকরী সংসদ এবং অন্যান্য উপ-সংসদ (যদি কিছু থাকে) কর্তৃক আয়োজিত সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি আরও দেখবেন ঃ-

১) সংসদ আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা

২) জরুরি অবস্থায় তিনি সংসদের সুষ্ঠু কার্য নির্বাহের জন্য সুবিবেচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৩) তিনি সমস্ত আইন ও বিধির ব্যাখ্যা দিবেন এবং এ ব্যাপারে উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪) সংসদের কোন সদস্য কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে বা কর্তব্য পালনে অসমর্থ হলে কার্যকরী সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে এবং উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে সভাপতি উক্ত সদস্যকে পদচ্যুত করতে পারবেন।

৫) হল সংসদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে বৃহত্তর সার্থে এবং উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে সভাপতি সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন আহবান কিংবা সংসদ চালু রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

08.10.2025

08.10.2025

Scanned with CamScanner

কোষাধ্যক্ষ: সংসদের অর্থ-কোষের ভার থাকবে কোষাধ্যক্ষের উপর। বাজেটে সংস্থান নেই এমন কোন ব্যয় যাতে না হয় সেদিকে তিনি খেয়াল রাখবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

সহ-সভাপতি: সহ-সভাপতি হবেন সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সকল সভার সভাপতিত্ব করবেন। সংসদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে।

সাধারণ সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদকের উপর সংসদের সমস্ত সম্পত্তির দেখাশুনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। তিনি সংসদের পক্ষ থেকে সবধরণের যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং সংসদের সব হিসাব নিকাশ রক্ষা করবেন। তিনি সংসদের সকল সভার কার্যবিবরনী লিপিবদ্ধ করবেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি সংসদের সকল সভা আহবান করবেন এবং সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক: সংসদ পরিচালনার কাজে সকল বিষয়ে তিনি সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

ক্রীড়া সম্পাদক: সংসদের অনুমোদনক্রমে তিনি হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক: তিনি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত সাহিত্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিষয়ক সভা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করবেন। হল বার্ষিকী সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং সাময়িকী, স্বরনিকা ও দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশনার তদারক করবেন।

সমাজসেবা সম্পাদক: তিনি সংসদ অনুমোদিত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের আয়োজন করবেন। পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি হল প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

সদস্য: সংসদ কর্তৃক আরোপিত যেকোন দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

৬। কর্মকর্তা নির্বাচন: সংসদের সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া বাকি সকল কর্মকর্তা নির্বাচনবিধি অনুসারে হলের ছাত্র দ্বারা প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত হবেন।

নির্বাচন বিধি:

ক) নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় যে সব ছাত্রের হলের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা আছে, শুধুমাত্র তারাই ভোট দিতে পারবেন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

খ) কোন প্রার্থী একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

গ) ভোট প্রদানের সময় প্রত্যেক ভোটারকে তাঁর পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

ঘ) নির্বাচন প্রার্থীদের অবশ্যই লিখিতভাবে একজন ভোটারের মনোনয়ন এবং অন্য একজন ভোটারের সমর্থন লাভ করতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রে লিখিতভাবে তাঁর সম্মতিজ্ঞাপন করতে হবে।

ঙ) যতগুলো শূন্য পদ রয়েছে একজন ভোটদাতা সর্বাধিক ততগুলো মনোনয়ন পত্র স্বাক্ষর করতে পারবেন। প্রত্যেক প্রার্থীকেই পৃথক মনোনয়ন পত্র দ্বারা মনোনীত হতে হবে।

চ) সংসদ সভাপতি নির্বাচনের কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে নির্বাচনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ ও ঘোষনা করবেন নির্বাচন করার জন্য তিনি সংসদের কোষাধ্যক্ষকে রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোলিং অফিসার নিয়ে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করবেন। রিটার্নিং অফিসার এই কমিটির আহবায়ক থাকবেন এবং তিনি নির্বাচন তফসিল ঘোষনা করবেন।

ছ) নির্বাচন কমিটি নির্বাচনের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকবেন।

Scanned with CamScanner

ঞ) নির্বাচন কমিটির তফসিলে বর্ণিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই করবেন। রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করবেন এবং এতদসংক্রান্ত আপত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত অভিমত দেবেন। তিনি বিধিসঙ্গত না হওয়ার কারণে যেকোন মনোনয়নপত্র তিনি বাতিল করতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করবেন এবং বাতিল করার কারণ বিজ্ঞাপিত করবেন। এ ধরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তার জন্য সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের ০১ (এক) দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঝ) মনোনয়নপত্র বাছাইকালে নির্বাচন প্রার্থীরা নিজে বা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবে।

ঞ) কোন প্রার্থী নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়সূচি মোতাবেক রিটার্নিং অফিসারের কাছে লিখিত দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থীর পদ থেকে তার নিজের নাম প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ট) নির্বাচন কমিটি ভোট প্রদান শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভোট কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত এজেন্টদের সম্মুখে ভোট গণনার ব্যবস্থা করবেন। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের ফলাফল সংসদ সভাপতির কাছে জমা দিবেন এবং সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন। একই পদে একাধিক প্রার্থী সমান ভোট প্রাপ্ত হলে লটারির মাধ্যামে বিজয়ী প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। তবে সদস্য পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) জনের সদস্যক্রম লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

ঠ) নির্বাচন সম্পর্কে যেকোন অভিযোগ ফলাফল প্রকাশের ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সংসদের সভাপতির সমীপে পেশ করা যাবে। সভাপতি একটি আপীল কমিটির মাধ্যমে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ড) ক্লাশ চলাকালীন সময়ে নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের / হলের দালানসমূহের কোন দেয়ালে নির্বাচনী প্রচারপত্র লাগানো যাবে না এবং লেখা ও প্রতিকৃতি অংকন-প্রভৃতির মাধ্যমে দেয়ালের সৌন্দর্য নষ্ট করা যাবে না। নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত এমন কিছু করা যাবে না যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। ভোট প্রদান আরম্ভের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্ব থেকে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ ।

থ) কোন প্রার্থী নির্বাচনবিধি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭। সংসদের সভাঃ

ক) সংসদ প্রতি দুমাসে অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হবে।

খ) সংসদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম পুর্ণ হবে। মুলতবী সভার জন্য কোরাম দরকার হবে না।

গ) সংসদ সভার জন্য কমপক্ষে তিন দিন আগে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে জরুরি সভা ডাকা যাবে।

ঘ) সভাপতির অনুমোদন ছাড়া কোন সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে না এবং এমন কোন বিষয় আলোচনা করা যাবে না যা সভার অন্ততঃ ০১ (এক) দিন আগে সভাপতির গোচরে আনা হয়নি।

ঙ) সংসদের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত কোন সভা ডাকার অনুরোধপত্র পাওয়ার ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক তলবি সভা আহবান করবেন।

08.10.2025

Scanned with CamScanner

০৮/১০/২০২৫ খ্রি.

জনাব আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী
ভাইস প্রেসিডেন্ট, জালালাবাদ এসোসিয়েসন, ঢাকা
ও
সদস্য, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চূড়ান্তকরণ কমিটি,
শাবিপ্রবি, সিলেট।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম
প্রভোস্ট, সৈয়দ মুজতবা আলী হল
ও
সদস্য, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চূড়ান্তকরণ
কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

08/10/25

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মস্তাবুর রহমান
সিইপি বিভাগ, শাবিপ্রবি
ও
সদস্য, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চূড়ান্তকরণ
কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন
কোষাধ্যক্ষ, শাবিপ্রবি
ও
সদস্য, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চূড়ান্তকরণ
কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

08.10.2025

অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শাবিপ্রবি
ও
আহবায়ক, শাকসু নির্বাচনের প্রবিধি চূড়ান্তকরণ
কমিটি, শাবিপ্রবি, সিলেট।

Scanned with CamScanner